| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে পৌষ ১৪২১
১৪ই জানুয়ারী, ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

সাগরদিঘীতে ১০০ দিনের কাজে মোচ্ছব চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি থানার বোখারা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে কাজ চলছে তৃণমূলের মাতব্বরিতে। তেলাঙ্গল গ্রামে ১০০ দিনের যে কাজ চলছিল, দেখা যাচ্ছে সেখানে প্রাইমারী শিক্ষক অসীম ঘোষ (পিতা শ্যামাকান্ত) জব কার্ড করিয়ে মাটি কাটার টাকা তুলেছেন। তৃণমূল মেম্বার মদত দিয়েছে বলে বি.ডি.ও.কে লিখিত জানিয়েও কোন তদন্ত হয়নি। উল্টে তার কিছু দিন পর ৩০ ডিসেম্বর '১৪ একদল বাইকবাহিনী এসে অভিযোগকারী তেলাঙ্গল গ্রামের সন্দীপ মার্জিতকে বাড়ী চড়াও হয়ে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকী দেখিয়ে অভিযোগ তুলে নিতে বলে। এ ঘটনাও থানায় জানানো হয়েছে পরদিন। সন্দীপবাবু বলেন, বহু মিথ্যা জব কার্ড রয়েছে যাতে মানুষের কাছে ওসব কার্ডই নাই। তারা জানেও না। বহু লোক কাজ করে টাকা পায়নি, আবার যারা কিছুই করেনি তারা ভাগ দিয়ে লুঠ করেছে এই NREGA প্রকল্পের টাকা। একদম ফাঁকা সাদা জব কার্ড আমাদের হাতেও এসেছে যার ওয়ারিশ কৃষ্ণকান্ত মণ্ডল,
(শেষ পাতায়)

অনাস্থা আসছে রঘুনাথগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতিতে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : সি.পি.এম পরিচালিত রঘুনাথগঞ্জ-২ পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধে খুব শীঘ্রই অনাস্থা আসছে। ২৮ সদস্যের এই সমিতিতে সি.পি.এম ১৫, কংগ্রেস ১২ এবং তৃণমূলের দখলে ১টি আসন রয়েছে। কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনে তৃণমূল সি.পি.এম কে সমর্থন করায় সি.পি.এম বোর্ড গঠন করে। প্রথম থেকেই সভাপতি নির্বাচন সি.পি.এম দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। বিতর্কিত 'ম্যাল্টি ন্যাশনাল চিটফাণ্ড'র অন্যতম অংশীদার মাফরুজা খাতুন (স্বামী আকমল সেখ) প্রচুর অর্থের বিনিময়ে 'সভাপতি' পদটি কিনে নেন। জনশ্রুতি কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনেও তৃণমূল নেতাকে মোটা দক্ষিণা দিতে হয়। বিগত ১ বছরে ২ নং ব্লকে উন্নয়নমূলক কোন কাজ হয়নি মূলতঃ সভাপতির নিষ্ক্রিয়তার জন্য। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নির্বাচিত সি.পি.এম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ক্ষেভের সঙ্গে বলেন, বিগত ৫ মাস ধরে কোন সভা ও হয়নি। যার ফলে উন্নয়নমূলক কাজের রেজুলিউশনও নেয়া সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতাকে আলাদা ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমান বি.ডি.ও বিরাজকৃষ্ণ পাল সাধারণ মানুষের পরিবর্তে অফিসটি কার্যত ঠিকেদারদের 'ইজারা' দিয়েছেন। (শেষ পাতায়)

দু'নম্বর সিমে আই.সিকে গালাগালি ও প্রাণনাশের হুমকী

নিজস্ব সংবাদদাতা : দু'নম্বরী সিমে ফোন করে, এসএম এস পাঠিয়ে––গালাগালি থেকে পাণনাশের হুমকী দেয়া হচ্ছে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে আই.সিকে বলে খবর। সীমের নম্বরের ভিত্তিতে আইলেরউপরের এক সিম বিক্রেতা ও জনপ্রিয় কোম্পানীর এক স্থানীয় ডিষ্ট্রিবিউটরকে থানা ডেকে আই.সি জিজ্ঞাসাবাদ করেন ও ওদের কাছ থেকে মুচলেকা লিখে নেন। এর আগে এন.আই.এ টীম সীমান্ত এলাকা থেকে বেশ কিছু প্রিএ্যাক্ট সিম আটক করে। জানা যায়, কোম্পানীগুলো নিজেদের মার্কেট ঠিক রাখতে বিক্রেতাদের সেলের উপর মোটর সাইকেল, ফ্রিজ ইত্যাদি গিফট্ চালু করেছে। তার কারণে সব বিক্রেতাই নিয়ম মতো আইডেনটিটি ভেরিফিকেশন না করে বিক্রীর তাগিদে অন্যের নামে ভেরিফিকেশন করা সিম আর একজনের নামে ইস্যু করে দিচ্ছে। যার ফলে দ্বিতীয়জন ঐ সিম নিজের স্বার্থে বা অপকর্মে ব্যবহার করছে। আর ঝামেলা ভোগ করছে ইস্যু করা সিমের প্রকৃত হকদার। উল্লেখ্য, গত
(শেষ পাতায়)

পোষ্টঅফিসে চুরির কিনারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : দু' সপ্তাহ আগে রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্টঅফিসে এক দুঃসাহসিক চুরিতে ১৫ লক্ষ টাকা নগদ, বেশ কয়েকটি কম্পিউটার ও প্রচুর নথিপত্র খোয়া যায়। ৯ জানুয়ারী মালদার কালিয়াচক থেকে ৭ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। নগদ আড়াই লক্ষ টাকা, ৮টি কম্পিউটার ১টি বোলারো গাড়ি, বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়। জিয়াগঞ্জ পোষ্টঅফিসেও এরাই চুরি করে বলে জানা যায়। তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত খবর প্রকাশ করা গেল না।

বিশ্বের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬১১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে পৌষ, বুধবার, ১৪২১

এসো পৌষ যেও না--

পৌষ মাস হইল লক্ষ্মী মাস। এই মাসে শীতের কুহেলী চারিদিককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। শরীরেরও জড়তা যাইতে চাহে না। এই মাসে মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা জীবনকে করিয়া তোলে আনন্দময়। বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে সোনার ধান। সেই পাকা ফসল কাটিয়া ঘরে তোলে চাষীরা। বড় পরিশ্রমের ফসল। তাই মনে আনন্দ। এই সময় শরীরের ক্লান্তি সহনীয় শীতের শীতলতার স্পর্শে। কৃষকের, গৃহস্থের চোখে ফুটিয়া ওঠে সোনার স্বপ্ন। মনে জাগিয়া ওঠে খুশীর উন্মাদনা। সে কারণেই স্বল্পবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত সকলেই আনন্দ উৎসবে, লক্ষ্মীর আরাধনায় মাতিয়া ওঠে। এই মাসেই 'ধান কাটা হয় সারা'। ভারা ভারা ধান গাড়ি বোঝাই হইয়া ঘরে আসে। বাতাসে ভাসে তাহার গন্ধ। অপরদিকে সব্জির ক্ষেতেও ফসলের অপর্যাপ্ত সমারোহ। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টমাটো, মটরশুঁটি, মুলো, পালং প্রভৃতি নানাবিধ শাকের আমাদানি ঘটে হাটে বাজারে। হয় সব্জির মূল্য নিম্নমুখি। নূতন ধান্যের নূতন চাউল বাজারে আসিয়া উপস্থিত হয়। চাষীর ঘরে অপর্যাপ্ত ফসল, তরিতরকারী, সব্জির বিনিময়ে আসে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখা দেয় সকল শ্রেণীর গৃহস্থের ঘরে। এই সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য বনভোজন আয়োজিত হয় গ্রামেগঞ্জে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজার অনুষ্ঠান। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া হয় পিঠেপুলি, পায়েস প্রভৃতি রুচিকর ভোজনের আয়োজন। সেই কারণেই পৌষকে আহ্বান করিয়া বাঙ্গালী হৃদয় মাতিয়া উঠিয়া বলে–'এসো পৌষ যেও না'। পৌষ বরণ বাঙ্গালীর অতি প্রাচীন প্রথা। এই বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। অবশ্য বাজারে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এই বৎসর দর ঊর্দ্ধগামী। নূতন চাউলের দাম তেমন সস্তা নয়। সরিষার তৈল প্রায় ১০০ টাকা কেজি উঠিয়াছে। তরিতরকারীর দামও বেশ উঁচুতে। ফুলকপি ৮/১০ এ আসিয়া আর নামিতেছে না। বেগুন বারোর নীচে আসিবার সম্ভাবনা কম। শাকের, মূলার দাম দশ/বার টাকার নীচে নামিতেছে না। তবুও বৎসরের অন্যান্য মাসের মত তরিতরকারীর দর নাই। সারা বৎসরে বেগুন ছিল কুড়ি/চব্বিশ, আলু ছিল আঠারো কুড়ি এখন নতুন আলুর দাম দশে নামিয়াছে। পৌষ শেষ হইয়া গেল। সুখের এই মাসটিকে বিদায় দিতে মানুষ বড়ই ব্যথিত। শীতের আক্রমণে পর্যুদস্ত দরিদ্র মানুষও আহারের সুখের জন্যই এই মাসকে বিদায় দিতে চাহে না। তাই সংক্রান্তি উৎসবে পৌষের শেষ দিনে লক্ষ্মী মাসকে আবাহন করিয়া বেদনার্ত কণ্ঠে সকল বাঙালী পহিবে--'এসো পৌষ যেও না।'

সম্প্রীতি কখনো ছিল না হলে ভালো

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর : রোমাঁরোঁলা থেকে থাপার এদের বই বাজারে বিকোতে লাগলো। বিনা আত্মত্যাগে পরে যারা মন্ত্রীত্বে এলেন তারা নিজের মতো করে ইতিহাসের নামে ভাদুরে গপ্পো গেলাতে লাগালেন জাতিকে, থুড়ি হিন্দু সম্প্রদায়কে। ইসলামিক ইতিহাসের পাঠ্য হলো নানা বিকৃত সব তথ্য। এলো চীন, ভিয়েৎনাম, হো চি মিন। হিন্দুদেরকে বুকে টেনে নেওয়া মোগলদের মহানুভবতার কত গল্প ঢুকে গেল। সুভাষ বা অগ্নি শিশুদের নিয়ে ২/৪ পাতা মাত্র। স্বাধীনতার পরেও জহরলাল, পাছে সুভাষ ফিরে আসে সেই আতঙ্কে তাঁকে ফাঁসী দেবার প্ল্যানও করেছিল। লালকেল্লায় আজাদহিন্দ বাহিনীর বীরদের বিরুদ্ধে কমিশন গঠন করে জেলে ভরে রাখারও ব্যবস্থা করেছিল কংগ্রেস। দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর মন্তব্য করা আবুল কালাম আজাদের, জিন্নার সমর্থন চুলোয় গেলো। তিনি হলেন মহান নেতা। আম্বেদকরের হুঁসিয়ারী অগ্রাহ্য করে পাঞ্জাবের মত সারা দেশে জনতা বিনিময় হলোনা। জাতির নামে বজ্জাতি করে দেশের বড় দুঃসময়ে পিছন থেকে দেশমাতাকে ছুরি বসিয়ে ইংরেজদের উগলে দেওয়া কেক হিন্দু মুসলমানে ভাগ করা হলো। কিন্তু ওদেশে থেকে গেল হিন্দু--এদেশে থেকে গেল মুসলমান। এ এক হাঁসজারু ব্যাপার, যার উদাহরণ পৃথিবীতে নাই। পাঞ্জাব দেখিয়ে দিল। ওদের প্রায় সব ধর্মগুরুকে মোঘলরা ভয়ঙ্করভাবে খুন করেছিল। কেশরী রঞ্জিৎ সিং থেকে বীরত্বের ঘটনা ইতিহাসে প্রায় বাদ রাখা হলো। অতি সামান্য উল্লেখ করা হলো। তাদেরকে বলা হলো--তোমরা শিখ আলাদা জাতি, হিন্দু নও। অথচ 'গ্রন্থসাহেবে' শত শত বার হিন্দু দেবতা ও ওঙ্কারের কথা আছে। ফল ভুগতে লাগলো সারা দেশ। আলাদা সংস্কৃতি, আলাদা খাদ্য-বস্ত্র বলেই না সেদিন দেশটাকে ভাগ করা হয়েছিল। যে তত্ত্বের গালভরা নাম

(৩ পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

এই অসভ্যতা কেন চলবে ?

রঘুনাথগঞ্জ সবুজ দ্বীপে শীতের মরশুমে বরাবরই পিকনিক হয়। বাইরে থেকেও অনেকে এসে মনোরম পরিবেশে আনন্দ করে যান। বর্তমানে পিকনিকের নামে স্থানীয় যুবকদের উৎশৃঙ্খলতা সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে সবুজ দ্বীপে যাওয়ার সময় ও পিকনিক করে ফেরার পথে সরকারী নির্দেশ লঙ্ঘন করে উচ্চস্বরে মাইকে কুরুচিকর গান বাজিয়ে, নানা ভঙ্গিতে নাচ করে, শহর দাপিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে নিত্য দিন। এদের প্রতিহত করতে কেউ নেই। সংস্কৃতিবান আই.সিও এদিকে নজর দেন না।

অসিত বারিক, রঘুনাথগঞ্জ

মদন-ফোবিয়া।।

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাক্তারবাবু রোগীকে জিজ্ঞাসা করলেন--কী হয়েছে ? মাঝবয়সী রোগী উত্তর করলেন--আজ্ঞে বুঝত্যছিনা। তবে মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। বুঁক্ ধরফড়ু করে। মনে হয় দুটো কালো হাত গলা টিপে ধরবারে চায়। খুব ভয় করে। ফাঁপুনি দেয় ; শরীলটা ভালো ঠ্যাকে না-অস্থির করে'। রোগীকে আর বেশি কিছু বলতে হল না। ডাক্তার শুনেই বললেন (কোনোরকম পরীক্ষা না করেই--আরে এ তো মদন-ফেবিয়া! বুঝলেন কিছু ? আজ্ঞে ডাক্তারবাবু বাপের জন্মে এ রোগের নাম শুনি নাই। আরে শুনবেন কি করে ? এতো নতুন রোগ। হালে এসেছে দু'এক জনের ধরা পড়েছে কোলকাতায়। তা আপনার কি করে হল ? এ তো বড়লোকের রোগ। 'ডাক্তারবাবু কেমন যদি একটু কন্ ? আরে যারা গরিব মানুষকে ঠকিয়ে তাদের টাকা লুঠ করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় এ রোগ তাদের হয়। ডাক্তার এত অল্প সময়ের মধ্যে রোগটি নির্ণয় করতে পেরে মনে মনে একটু গর্ববোধ করলেন এবং নিজের ডাক্তারী বিদ্যায় যে এখনও জং ধরে যায়নি বলে স্বস্তি বোধ করলেন। রোগী বললেন--ডাক্তারবাবু যদি একটু ভেঙে কন্ বুঝতে সুবিধা হয়। ডাক্তার মনে মনে বললেন, আবার ভেঙে বলতে হবে ! তাহলে শোনেন--মনে করেন আপনার মাসে সর্বসাকুল্যে আঠাশ হাজার টাকা রোজগার। এখন আপনি যদি আপনার ছেলের বিয়ের রিশেপসনে দু'কোটি টাকা খরচ করে লোক খাওয়ান আর তা যদি কোন বিশেষ তদন্তকারি সংস্থার নজরে আসে তাহলে এরোগ দেখা দেবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এই রোগের আর একটি বিশেষত্ব হল--এই আছে ; এই নেই ! মানে রোগী বলছে ডাক্তারবাবু বুকে ব্যথা। কিন্তু ডাক্তার হাজার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও খুঁজে পাচ্ছে না বুকে কোথায় ব্যথা আর কোথায় বা ব্যথা। সোজা কথায় রোগ ধরতে পারছে না। ডাক্তারদের কাছে এ হল গিয়ে এক চিকিৎসা সঙ্কট। ডাক্তার রোগীর আদ্যপান্ত পরীক্ষা করে রোগীর ভি.আই.পি চিকিৎসা করে ফিট্ সার্টিফিকেট দিয়ে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিলেন। আবার সেই রোগীই একই উপসর্গ নিয়ে সাত দিনের মধ্যে সেই হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত। বুঝলেন কিছু ? রোগী বললেন--ডাক্তারবাবু এখন উপায় ; চিকিৎসা? চিকিৎসা আছে ; তবে এই মফস্বলে হবে না। কোলকাতা যেতে হবে। পি.জি হাসপাতালের নাম শুনেছেন ? ওখানে যেতে হবে। ওখানে অনেক নামী-দামী ডাক্তার আছে যারা এই ভি.আই.পি ট্রিটমেন্ট করতে পারে। সুতরাং ওখানে এ রোগের চিকিৎসা আছে। তবে একটা কথা বলে রাখি, মোটা রকম খরচ হবে কিন্তু ! এই ধরুন পঁয়তাল্লিশ-ছিচল্লিশ রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হতে পারে। এমন কি আপনার যদি নাক ডাকার অভ্যাস থাকে তাহলে যন্ত্র দিয়ে

(৩ পাতায়)

বিদায় ২০১৪--স্বাগত ২০১৫

শান্তনু সিংহ রায়

* জঙ্গিরা কোন ভাষা শোনে না। পেশোয়ারে ১৩২ নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যু। 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'--প্রবাদ বাক্যটি নিষ্ঠুরভাবে প্রমাণিত হল পাকিস্তানের ক্ষেত্রে। জঙ্গি মদতদাতা পাকিস্তান এবার কি সতর্কতা নেবে ? সন্ত্রাসবাদের 'আতুরঘর' পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতারা কি উত্তর দেবে ঐসব ফুলের মতো শিশুদের-- মা-বাবাদের। পাকিস্তানের পেশোয়ারের সেনা স্কুলের ঘটনাটা শুধু পাশবিক নয়, কারণ এইসব যুদ্ধবাজী সন্ত্রাসী মানুষকে পাশু বলা বা গাল দেওয়া বোধ হয় পশুদেরও অসম্মান করা। কেন না পশুরা যত হিংস্রই হোক এভাবে স্বজাতীয় সংহার চালায় না। তালিবানি শিকড়ই আজকে পাকিস্তানের বড় বিপদ। ২০১৪-র বিদায়লগ্নে হৃদয় বিদারক এই মৃত্যু মিছিল বিগত বছরের সবচেয়ে হিংস্র এবং অমানবিক ঘটনা। * নরেন্দ্রমোদীর নেতৃত্বে বি.জে.পি নামক অশ্বমেধ ঘোড়ার পুনরুত্থান। এককভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পর ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভাতেও বি.জে.পির বিজয়রথ অব্যাহত। জম্মুতে ভাল ফল। বিগত ৬ মাসে ৬ বার পেট্রোল-ডিজেলের দাম হ্রাস (যদিও সম্প্রতি ২ টাকা বেড়েছে) জনযোজনা ও স্বচ্ছ ভারতের স্লোগান ভারতবাসীকে একত্রিত করছে। বলিষ্ঠ কথাবার্তায় প্রকৃত রাষ্ট্রনেতার অভিব্যক্তি। * শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দলের করুণ অবস্থা। বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদলের মর্যাদা না পাওয়া এবং একের পর এক পরাজয় দলের সাংগঠনিক অস্তিত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন। * সারদা ও খাগড়াগড় কাণ্ডে রাজ্যে তৃণমূল দলের ভূমিকা সন্দেহজনক। হাফ ডজন নেতা-মন্ত্রী জেলে। বি.জে.পির উত্থান এবং তরুণ সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় মন্ত্রী। কলেজে-কলেজে ধুন্ধুমার। গীতশ্রীর পদক প্রত্যাখান।

* শান্তিতে নোবেল
ষাটোর্ধ্ব কৈলাস
সত্যার্থী এবং পঞ্চদশী
মালালা ইউসুফ জাই
শিশুশ্রমিক রোধ এবং তালিবানি
হুমকি অগ্রাহ্য করে মহিলা
শিক্ষা প্রসারে
এই পুরস্কার।

সফলতম ক্রিকেট
অধিনায়ক 'ধোনী'র টেষ্ট
ক্রিকেট থেকে অবসর।
প্রথম আই.পি.এল ফুটবলে
সৌরভের টিম চ্যাম্পিয়ন।
লাল গ্রহে পৌছাল
ভারতীয় মঙ্গল যান।
ভাষা সন্ত্রাস নেতা মন্ত্রী।

* মুলারম--নীতিশ লালু-শারদ যাদবের বি.জে.পি জুজুতে আবার একজোট। জয়ললিতার জেল। রাজ্যে এবং রাজনীতিতে সি.পি.এম সহ বামফ্রন্ট ক্রমশঃ গুরুত্বহীন। প্রবাদপ্রতিম শিল্পী সুচিত্রা সেনের জীবনাবসান। ইউসেবিও, পিট সিঙ্গার, নবারুণ ভট্টাচার্য্য, সৈফুদ্দিন চৌধুরী, ফিরোজা বেগম, খুশবন্ত সিংহ, ফিলিপ হিউজ সহ এক ঝাঁক নক্ষত্র পতন। এরকম বহু ঘটনার সাক্ষী ২০১৪। আন্তর্জাতিক,দেশীয় এবং রাজ্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তুলে ধরলাম। সেগুলি আমজনতাকে আন্দোলিত করে। বিগত বছরে আরও বহু ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। স্থান-কাল ভেবে সেগুলির এক একরকম গুরুত্ব। স্বাগত ২০১৫-- সবার ভালো হোক।

সম্প্রীতি কখনো .....(২ পাতার পর)

দ্বিজাতি তত্ত্ব। স্কুল কলেজে এসব ইতিহাস ছেঁটে কেটে দিল। এর পরেও হিন্দুস্তানের বুকে হিন্দুদের সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্মাচরণ থেকে শুরু করে সীমান্ত-হিন্দুস্তান- আজ 'ভাই'দের হাতে নির্যাতিত প্রকম্পিত। কেন ? একটা গোটা নাড়ু নিয়ে অপরটা ভাইকে ছেড়ে দিয়ে আবার সেটার দিকে হাত বাড়ানোর নোলা কেন ? কেন এত জওয়ান প্রাণ দেয়,সাধারণ নাগরিক মরে তাদের হাতে ? আমাকে আমার মত থাকতে দাও--কেন হয় না ? ওদের দেশে ১৯৪৭ সালের ২২% হিন্দু কেন ৪% হলো ? আর এ পোড়া দেশে ১৩% মুসলমানভাই বেড়ে ২৭% হলো ? একতরফা সংখ্যা বৃদ্ধিতে ধর্মে নাকি হস্তক্ষেপ হয়ে যাবে বলে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা একাধিক বিয়ে বন্ধ করা যাচ্ছে না। সত্যিটা কি ? পৃথিবীর সব মুসলমান দেশে ফ্যামিলি প্ল্যানিং মানা হয়। আকছার ধরা আর তালাক দেওয়া নেই। জীবনের স্বাদ আছে ওদেশের মুসলমান মা বোনদের। এত নেতা, এত পীর, এত মজলিস, এত জঙ্গিপনা--কিন্তু আদালতের উঠোনে আর থানার বারান্দায় অসহায় অপুষ্ট মুসলীম মহিলাদের কোলে শিশু নিয়ে চোখের জল ফেলা ঘোচাতে পারছে না ? যত দোষ নন্দ ঘোষ। মার হিন্দুদের। ইসলাম আইনে (শরিয়ৎ) আছে মদ খাওয়া চলবেনা, জুয়ো বন্ধ। ধরা পরলে ১০ বছর কয়েদ। ভালোবাসার নামে বিয়ের আগে মেলামেশা করলে ৫০ চাবুক। বিবাহিত জীবনে পরকীয়া প্রেম ধরা পরলে কোমড় পর্য্যন্ত পুঁতে পাথর মেরে হত্যা। চুরি করে ধরা পরলে কনুই অবধি কেটে নেওয়া। এগুলো মানবো না, শুধু বিয়ের আর সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে ধর্মের দোহাই কেন ? কোন কম্যুনিষ্ট দেশে ১টার বেশী সন্তান নিতে গেলে রাষ্ট্রকে প্রতি মাসে মোটা খরচ পাঠাতে হয়। বিশেষ করে চিনে। কংগ্রেস আর কম্যুনিষ্ট, ওদের আণ্ডা বাচ্চা যত দলের জন্ম দিয়েছে তাদের দেশ বিরোধী মনোভাব আর আইনের জন্যে, দেশ আজ স্বাধীনতার মাত্র ৫০/৬০ বছর পরেই সীমান্ত, পার্লামেন্ট কিছুই সামলাতে পারছেনা। আসলে এ দেশে রাজনীতিটাই প্রধান। অন্যদেশে মাতৃভূমিই সব। যত দাঙ্গা, জাতিগত লড়াই সব একতরফা। কিন্তু এক হাতে তালি বাজেনা--এই মোক্ষম বুলি কপচে হিন্দুদেরকেও দাঙ্গা গুরু বলা হচ্ছে। অবশ্যই কিছু হিন্দু আছে যারা আদতে ডাকাতি, লুঠেরা, তাঁরা সুযোগ পেয়ে দাঙ্গা করছে, খুন করেছে। তারও একটা প্রেক্ষাপট ছিল। যুক্তি হয় না খুনে। কিন্তু কেন হলো তা খতিয়ে দেখতে হবে নিরপেক্ষভাবে। গুজরাতে গোধ্রায় যা হয়েছিল তা আগে হয়নি, তার পরে সহজে হবার নয়। ৬০ জন কর সেবকদের পুড়িয়ে মারার কথা কেউ বলে না। তার আগের বহু দাঙ্গায় হিন্দু নিধন সযত্নে চেপে যায়--'জানিনা' বলে। কিন্তু গোধরার দাঙ্গায় মোদীকে সুপ্রীম কোর্ট বেকসুর বলতেও রেহাই নেই। সেদিন কত মুসলমান মারা গেছে ? (শেষ পাতায়)

চিঠির সেকাল ও একাল

কল্যাণকুমার পাল

চিঠিতে দুঃখের খবর যেমন থাকতো আনন্দের খবরও তেমনি থাকতো। ডাক পিওন ঘরে ঘরে দরজার কাছে এসে ডাক দিত--"চিঠি চিঠি"। আর ঐ ডাক শুনে বাড়ীর ছোটো বড় সবাই আসত। আমাকে তখন লুফে নিত। সেই সময় ছিল আমার স্বর্ণযুগ। শুভ বিজয়া, নববর্ষ তে কত লোক কত চিঠি লিখত তার ইয়ত্তা থাকতো না। ছোটো ছোটো গ্রামীণ ডাকঘর গুলিতে চিঠির রাশি জমা হয়ে যেত। চিঠি আসা-যাওয়া লেগেই থাকত। দূরে অবস্থিত আত্মীয় বন্ধুর খবরাখবর চলতেই থাকতো এভাবে। চিঠি যে লিখত আর চিঠি যে পেত অর্থাৎ চিঠির প্রেরক ও প্রাপক দু'জনেই বিমল আনন্দ পেত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো "রাশিয়ার চিঠি" তে আমাকে স্মরণীয় করে রেখেছেন। চিঠি যে সাহিত্য হয় তখন তো কেউ তা ভাবতেই পারত না। আমি বলি হয়-হয়--চিঠি সব হয় বাপু। চিঠি সাহিত্য, ইতিহাস কিংবা অতীত কালের দলিলও হয়।

তবু আজ আমার বড় দুর্দশা। একালে মানুষ চিঠি লিখতেই ভুলে গেছে কিংবা চিঠি লেখার সময় নেই। বিশেষ করে সামাজিক চিঠির দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এখন। ডাকঘরে ডাকঘরে বেজে উঠেছে চিঠির মৃত্যু ঘণ্টা ! আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে মোবাইলে 'হ্যালো" করলেই সব খবরাখবর নেওয়া হয়ে যায়। কি দরকার বাপু ডাকঘর থেকে পোষ্টকার্ড সংগ্রহ করে এনে তাতে লিখে আবার পাঠিয়ে দেওয়া। তারপর সেই চিঠির উত্তর আসতেও তো অনেকদিন লেগে যায়। তার চেয়ে ঘরে বসে বসে "হ্যালো" করলেই তো সব ঝামেলা চুকে যায়। কখনো বা মোবাইলে মেসেজ, ই-মেল, ফ্রাক্স ইনটার নেটের মাধ্যমে নিমেষের মধ্যে খবরাখবর ঘরে-ঘরে পৌছে যায়। তাই আমি তোমাদের ভাষায় সেকেলে ও অপ্রয়োজনীয়। আমার প্রয়োজন শেষ হয়ে আসছে তোমাদের কাছে। তাই আমি বাতিলের দলে। নব প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা তো পোষ্টকার্ড, ইনল্যাণ্ড লেটার, ডাক-টিকিট কি জানেও না, চেনেও না, "ডাকঘরের" সেই অমল আর চিঠি পাওয়ার অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে থাকবে না। কারণ ঐ ছেলেটিও জানে ডাকঘরে-ডাকঘরে আজ বেজে উঠেছে চিঠির মৃত্যু ঘণ্টা। সত্যি-সত্যিই রাজা তাকে কোনদিনই চিঠি পাঠাবে না।

দুই ব্যবসায়ীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের প্রাচীন ব্যবসায়ী বামাপদ চন্দ্র এণ্ড সন্স এর অন্যতম পরিচালক বালককুমার চন্দ্র (৮৩) দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৮ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। পরলোকগমন করেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অসীমকুমার চন্দ্র (৫৭) ২৬ ডিসেম্বর। দু'জনই কোলকাতায় মারা যান।

সাগরদিঘীতে .....(১ পাতার পর)

বিষ্ণু মণ্ডল প্রমুখ। চাকরীরত ঐ প্রাইমারী শিক্ষকের জব কার্ডের নম্বর ২৩০৫০৬৩২৬ এবং ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট নম্বর ৫৪৬৬০১০০০৯০৩৬, যিনি শিক্ষকতা করে মাসে ২৫/৩০ হাজার টাকা বেতন তুলছেন। সকলের পরিচিত সেই ব্যক্তি মাটি কাটতে গেলেন কখন ? তার উপর এই মা-মাটি-মানুষের দরদী মমতার কর্মী ভয় দেখিয়ে সব দুর্নীতি চাপা দিতে সাহস করে কি করে ? গ্রামের পঞ্চায়েৎ সদস্যসহ এদের বহিষ্কার কেন নয় প্রশ্ন উঠেছে। এইভাবে কোটি কোটি টাকার মোচ্ছব চলছে সব গ্রামে।

ভাড়া দেওয়া হবে

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের নিজস্ব ভবন (হরিদাসনগর রঘুনাথগঞ্জ) ১ম তলা (Ground Floor) এবং ৩য় তলা (2nd Floor) ভাড়া দেওয়া হবে।

ব্যাঙ্ক বা সরকারী অফিস অগ্রাধিকার পাবে।

যোগাযোগ :- ৯৪৩৪১১৫৮৪১ এবং ০৩৪৮৩ - ২৬৬৫৬০

সোমনাথ সিংহ
সভাপতি
জঙ্গিপুর আরবান
হরিদাসনগর
রঘুনাথগঞ্জ

আপনি কি গৃহ শিক্ষক খুঁজছেন ?

যোগাযোগ করুন-8926762963
[প্রতি ব্যাচে সর্বাধিক ৮ জন]
বাংলা মাধ্যম---সপ্তম হইতে দশম শ্রেণী (বিজ্ঞান বিভাগ)
English Medium-- I to V (All Subjects)
VI to X (Maths and Physics and Chemistry)
রঘুনাথগঞ্জ ❖ বাজারপাড়া

অনস্থা রঘুনাথগঞ্জ .....(১ পাতার পর)

বি.ডি.ও ওর ঘরে সাধারণের প্রবেশাধিকার না থাকলেও ঠিকেদারদের অবাধ গতায়াত। কংগ্রেস খুব শীঘ্রই এই সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে চলেছে বলে খবর। যার আগাম সমঝোতা হিসাবে কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতাকে ঘর বরাদ্দ করা হয়েছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়।

দু'নম্বরী সিমে .....(১ পাতার পর)

বছর বর্তমান আই.সি মোবাইলে নোংরা ছবি, নোংরা ম্যাসেজ ইত্যাদি রোধে সিম ও মোবাইল বিক্রেতাদের নিয়ে থানায় একটা আলোচনা সভা ডাকেন। সেখানে প্রায় ৬০০ বিক্রেতা উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় বিক্রেতারা প্রতিশ্রুতি দেন--এই ধরনের অপসংস্কৃতি বন্ধে তারা সহযোগিতা করবেন। এ প্রসঙ্গে আই.সি সৈয়দ রেজাউল কবীরের কথা--এখানে ৯৫% সিম আগে বেনামে ব্যবহার হতো। তাই যেভাবে প্রয়োজন ব্যবহার করেছে। এখন আর তা হচ্ছে না। সে কারণে বিক্রেতারা প্রায় অসন্তুষ্ট। আমি থাকাকালীন আগের চেহারা ফিরবে না। এর মধ্যে কিছু শক্তি কিছু গুজবও আছে।

মদন ফোবিয়া .....(২ পাতার পর)

তারও পরীক্ষা করতে হতে পারে। কারণ--বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জানাচ্ছেন এই বিশেষ রোগের সাথে নাক ডাকার নাকি কেমন যেন একটা সম্পর্ক আছে। ডাক্তারবাবুর এহেন কথা শুনে রোগীর তো চক্ষু চড়কগাছ। রোগী বোবার দৃষ্টিতে ডাক্তারবাবুর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। ডাক্তারবাবু বললেন নেক্সট্। ডাক্তারবাবুর এ্যাসিস্ট্যেন্ট পরের রোগীর নাম ধরে ডেকে উঠল--মুকুল ধর।

সম্প্রীতি কখনো .....(৩ পাতার পর)

২০০/৫০০ ? গত ৪০ বছরে কংগ্রেস সিপিএমের গুণ্ডাবাহিনী কত মুসলমান মেরেছে বা দলের হয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রাণ গেছে ? সংখ্যাটা দলগুলিই বলে কয়েক হাজার। তাতে দোষ নাই। আজও বাংলায় যত মরছে তার ৭৫% মুসলমান। বস্তি বস্তিতে, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে প্রচুর মুসলমান পরিবার শুধু ভাত আর সজনে পাতা খেয়ে দিন কাটায়। শহরে বাচ্চাগুলো সকাল হলেই ঘাড়ে বস্তা নিয়ে কাগজ, থার্মোকল সংগ্রহে বের হয়। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। চুরি করে নেশা করে। এরকম হিন্দুদেরও। দু জাতের গরীব, শিশুরা যখন একত্র হয়--কথা বলে তখন তাদের মধ্যে ভেদভাব থাকে না। শিক্ষিত হলেই ময়লা লেগে যায় কেন ? কেন মুসলমান ভারতমুখী না হয়ে বাবরমুখী হয় ? শুধু কি জাতপ্রীতির জন্যে বাবরকে সমর্থন ? যে বাবরের সমাধি তার পিতৃভূমি সুদূর আফগানের মাটিতে নীরবে ছিল, তাকে তো মুসলমানদের জঙ্গি তালিবানেরাই গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। এখানে এত দরদ কেন ? বাবরি ভাঙ্গাতে বাংলাদেশের হিন্দুরা কি করেছিল ? তাদের ধর্ষণ, লুঠ, হত্যা কেন ? এটা ধর্ম ? সবাই নীরব কেন ? তার সবচেয়ে বড় কারণ কিছু পূর্ণবয়স্ক লোকের ঠাণ্ডা মাথায় গভীর ষড়যন্ত্র। এতই গভীর যে, কেউ মরবার সময়েও তার নাম ধাম সব উল্টো বলে। পুরোটাই ট্রেনিং। একটা হয় বিশেষ শিক্ষায়তনে, পরেরটা দেশ বিদেশের ট্রেনিং ক্যাম্পে। অনেকেই জানেনা ভারতের কাশ্মীর সীমান্তে বহু জঙ্গির লাশের উল্কিতে দেখা গেছে তাদের দেশ শুধু পাকিস্তানেই নয়, চেচনিয়া, তুর্কী স্তান, আরব, বসনিয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ বোঝানো হচ্ছে আমরা গোটা পৃথিবী একা ভোগ করবো। ভারত দখল অভিযান "পবিত্র জেহাদ"। মাননীয় মাদানী সাহেব যতই মুখে বলুন এটা জেহাদের নামে ফাসাদ। ভবি ভুলবেনা। একটা বাচ্চাকে যদি রোজ শেখানো যায় পাশে যে বসছে, খেলছে সে বন্ধু নয় কাফের। ... (চলবে)

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।